যায়যায়দিন

তারিখ 07 JUL 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ছাত্রলীগ তুমি কার?

যায়যায়দিন রিপোর্ট

জাবি ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষের সময় আহত কয়েকজন ছাত্র-ফাইল ফটো

ছাত্রলীগের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে বিব্রত আওয়ামী লীগ তাদের এই সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ক্ষমতাসীন সরকারও তাদের অপকর্মের দায়ভার নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। র‍্যাব, পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও ছাত্রলীগকে রুখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, ছাত্রলীগ আসলে কার? কে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে। লাগামহীন ছাত্রলীগের লাগাম পরাবে কে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মূল সংগঠন আওয়ামী লীগ তথা সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলে কোন ক্ষমতায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা দেশজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে? সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাকের ডগায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা কীভাবে টেন্ডারবাজি, দখল, চাঁদাবাজিসহ নানা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে? তবে কি সরকারের চেয়েও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগ? নাকি খোদ সরকারই তাদের মদদ দিচ্ছে?

তুমি : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

তুমি : ছাত্রলীগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এ ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, মুখে ছাত্রলীগকে তুলাধোনা করে গোপনে আঁতাত রেখে 'ডুয়েল পলিটিক্স' করার চেষ্টা করলে এ ফাঁদে সরকারকেই পড়তে হবে। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব না হলে তাদের সঙ্গে বাস্তবিক অর্থেই সব সম্পর্ক ছিন্ন করারই পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্রলীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঁতাত ছিন্ন করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আহ্বান জানান কবীর চৌধুরী।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমান যায়যায়দিনকে জানান, নিয়মতান্ত্রিক গতিতে ছাত্রলীগ চলছে না। এ সংগঠনের রাজনীতিতে 'প্রাপ্তির' বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য ও গুরুত্ব পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল বাড়ছে। ছাত্রলীগের বেপরোয়া অপতৎপরতায় সারাদেশের মানুষের মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, তা যে কোনো সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। ভেঙে পড়তে পারে গণতন্ত্র।

স্বরাষ্ট্র সচিব আবদুস সোবহান সিকদার জানান, ছাত্রলীগের নানা অপকর্মে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজিসহ যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত নেতাকর্মীদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন। এসব অপরাধীর দ্রুত বিচার আইনের আওতায় আনতে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশ র‍্যাব ও পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে ছাত্রলীগের তকমা এঁটে বিভিন্ন অপতৎপরতার সঙ্গে যুক্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেন, ছাত্রলীগের নাম করে যারাই সন্ত্রাস করুক না কেন, তাদের গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে সোপর্দ করা হবে। শিক্ষাঙ্গনে যে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশকে নির্দেশ দেয়া আছে। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।

তবে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সরকারের এ ভূমিকাকে 'আইওয়াশ' বলে মন্তব্য করেন। তারা বলছেন, ছাত্রলীগকে ফ্রন্ট লাইনে রেখে ক্ষমতাসীন দলের প্রথম সারির অনেক নেতা টেন্ডারবাজি ও দখলবাজিসহ নানা অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকার প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অ্যাকশনের ঘোষণা দিলেও গোপনে তাদের সব ধরনের অপকর্মের সমর্থন দিচ্ছে। আর তাদের সমর্থনকে পুঁজি করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা উল্টো র‍্যাব-পুলিশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। সংগঠনের প্রথম সারির অনেক নেতা চরমপন্থী, জঙ্গি গোষ্ঠী ও আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) একটি সূত্র জানায়, বর্তমান সরকারের ১৮ মাসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন থানায় টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, ছিনতাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিবাণিজ্য ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ১৪ হাজার ৩০০ মামলা হয়েছে। এসব ঘটনায় ১৫৩ জন খুন হয়েছে। এছাড়া আধিপত্য বিস্তার ও চাঁদাবাজির ভাগ নিয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে ৪৬ জন নিহত এবং সহস্রাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ দেশের বিভিন্ন জেলার ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দখলবাজি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বেপরোয়া হয়ে উঠলে ভয়ে তাদের মাঠ পর্যায়ের পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কারণ, বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করে থানায় আনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-এমপিদের টেলিফোনে তাদের ছেড়ে দিয়ে হয়েছে। থানাহাজতে আটক অবস্থায় তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হয়নি- ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অনেক পুলিশ কর্মকর্তার ভাগ্যে হয়রানিমূলক বদলি জুটেছে।

পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গত ২৭ জুন বিএনপির ডাকা হরতালে শাহবাগ এলাকায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হওয়ার পরপরই এলজিআরডিমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ছাত্রলীগের অপকর্মের দায়ভার সরকার নেবে না বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। অথচ ওইদিন পিকেটারদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলাকালে শাহবাগ, রমনা, মতিঝিল ও পল্টন এলাকায় পুলিশের হাতে বেশ ক'জন ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের টেলিফোনিক নির্দেশে তাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে।

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ওবায়দুল কাদের ছাত্রলীগের অপকর্মকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য নব্য আওয়ামী লীগারদের দায়ী করেন। তিনি বলেন, এরা নিজেদের স্বার্থে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করছেন। টিচার পলিটিক্সেও ছাত্রলীগ ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ওবায়দুল কাদের যায়যায়দিনকে জানান, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল না হওয়ায় দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বাড়ছে। সাময়িকভাবে এসব কোন্দল ঠেকানো গেলেও নতুন ও গতিশীল নেতৃত্ব না আসায় কিছুদিন পরপর তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কাউন্সিলের মাধ্যমে তরুণ ও যোগ্য নেতাদের নির্বাচিত করা হলে এ সংগঠনের স্থবিরতা কেটে যাবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ভায়লাডের বিষয়টি মাথায় রেখে ছাত্রলীগের নেতারা তাদের সুনাম ও অবস্থান তৈরিতে সচেষ্ট থাকবে।

মুষ্টিমেয় যেসব নেতাকর্মীর জন্য ছাত্রলীগের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করে দল থেকে বহিষ্কার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে ওবায়দুল কাদের বলেন, গুটিকয়েক ছাত্রলীগের বেপরোয়া নেতাকর্মীর জন্য ছাত্রলীগকে বর্জন করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। একই সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, ছাত্রলীগের অপকর্মের দায়ভারও এড়াতে পারে না সরকার। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের জন্য শুধু ছাত্রলীগকে দায়ী করলে চলবে না। তারা আওয়ামী লীগের পক্ষে স্লোগান দেবে আর তাদের দায় আওয়ামী লীগ নেবে না, তা কখনো হতে পারে না।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের নিরঙ্কুশ বিজয় ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টা পার না হতেই ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ঢাবির হল দখলের মধ্য দিয়ে তাদের অপকর্মের যাত্রা শুরু করে। কয়েক মাস না যেতেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রলীগের বেপরোয়া টেন্ডারবাজি ও দখলবাজিতে সব মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ছাত্রলীগের অপকর্মে ক্ষুব্ধ ও বিব্রত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯-এর এপ্রিলে সংগঠনের 'সাংগঠনিক নেত্রী'র পদ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। এ সময় কেন্দ্রীয় শতাধিক নেতাও পদত্যাগের হুমকি দেন। তবে এসব হুমকি-ধমকিতে পিছপা না হয়ে বরং ছাত্রলীগের ক্যাডারদের উন্মাদনা বাড়তে শুরু করে। শুরু হয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হাতে ঢাবি, চবি, জাবিসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক ছাত্রী ও শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনা। সারাদেশের মানুষের কাছে 'আতঙ্ক' হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্রলীগ।